দৈনিক বাংলা

তাং ... 08 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

২১

112

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ বলেছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তেমন চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তাতে সকল মহল সমর্থন ও সহযোগিতা দান করবে কিনা সে ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ নন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞার নেতৃত্বে সিন্ডিকেটের একটি প্রতিনিধিদল ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অস্ত্রশস্ত্রের অব্যাহত উপস্থিতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয় যে পরিস্থিতির সম্মুখীন প্রেসিডেন্টকে তা অবহিত করে এ ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানালে তিনি ঐ সন্দেহ ব্যক্ত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর থেকেই যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলে আসছে তা চরমে পৌঁছে গেছে বলা যায়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ, হানাহানি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিকে বার বার শোণিত সিক্ত করেছে। বহু ছাত্র জীবন দিয়েছে সশস্ত্র বিরোধের ফলে। মাঝে মাঝে শিক্ষাঙ্গন রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বিশ্ববিদ্যালয় বার বার বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে সেশনজট।

আইনত এই সন্ত্রাস দমনের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কোন পদক্ষেপই ফলপ্রসূ হয়নি। গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় হানাহানি সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। কিন্তু আবার সেখানে অস্ত্রের ঝনঝনা শোনাযাচ্ছে।

পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অতীতে এক সময় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুলিশ ঢুকতে দেয়া হত না। কিন্তু এখন পরিস্থিতির এমন অবনতি হয়েছে যে কর্তৃপক্ষই পুলিশ মোতায়েন করতে বাধ্য হয়েছেন। তা সত্ত্বেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে একথা কোন- মতেই বলা যাবে না। পুলিশকে তোয়াক্কা না করে সশস্ত্র ব্যক্তিরা ক্যাম্পাসে ঘোরাফেরা করছে এবং বন্দুক যুদ্ধেও লিপ্ত হচ্ছে। পুলিশের সামনেই সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটেছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সিন্ডিকেট সদস্যরা ক্যাম্পাসকে বেআইনী অস্ত্রমুক্ত করার জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ্রেণীর তরুণের সশস্ত্র তৎপরতা গোটা জাতির জন্য একটি শিরঃপীড়ায় পরিণত হয়েছে। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে মুক্ত করার অপরিহার্যতা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করছেন। ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নিজেই পরিস্থিতি কঠোরভাবে মোকাবিলার কথা বলেছেন। তবে এ ব্যাপারে সকল মহলের যে সমর্থন প্রয়োজন তা পাওয়া যাবে কিনা সে সম্পর্কে তাঁর মনে সন্দেহ রয়েছে। আমাদের মতে, ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের এই সংশয় নিতান্ত অমূলক নয়। আইন ও শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ যদি সরকারের নির্দেশে সন্ত্রাসী তৎপরতা নির্মূল করার ব্যাপারে যথোচিত ব্যবস্থা নিতে যায় তাহলে সেই ব্যবস্থাকে সকল মহল সমর্থন দেবে বলে মনে হয় না, বরং ঐ ব্যবস্থাকে বারাবাড়ি আখ্যা দিয়ে তার কঠোর সমালোচনা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট যে কথা বলেছেন তাতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় এক ধরনের অসহায়ত্বের ভাবই ফুটে উঠেছে।

সিন্ডিকেট সদস্যরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস রোধের জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন আহবানের প্রস্তাব করেছেন এবং ঐ সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট থেকে তাদের ছাত্র ফ্রন্টগুলোকে অস্ত্রসজ্জিত করার বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে বলেছেন।

এই ধরনের সম্মেলন কতটুকু ফলপ্রসূ হবে সে সম্পর্কে আমাদের মনেও সন্দেহ আছে। অনুমিত হয় যে, ঐ ধরনের কোন রাজনৈতিক সম্মেলন যদি অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে যদি রাজনৈতিক দলগুলো উপস্থিত থাকেও তাহলে কোন দলই নিজ নিজ ছাত্র ফ্রন্টের হাতে অস্ত্র থাকার কথাই স্বীকার করবে না। সেক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি আদায়ের কোন সুযোগ আসবে কি? এ ব্যাপারে আমাদের বিকল্প প্রস্তাব আছে। আমরা মনে করি বিষয়টি নিয়ে জাতীয় সংসদে বিশদভাবে আলোচনা করা হোক। সার্বভৌম সংসদই ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস রোধের ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা কার্যকর করার পন্থা নির্দেশ করুক। এছাড়া ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করার অন্য কোন পথ আছে বলে আমাদের মনে হয় না। কঠোর পদক্ষেপ ছাড়া শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি না।